

ঢাবির তিন শিক্ষককে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নানামধ্য ৩ জন শিক্ষককে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে দুটি মৌলবাদী সংগঠন তাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে। এনিয়ে বিভিন্ন মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে মাঠে নামানো হয়েছে গায়েন্দাদের। এ ব্যাপারে গোয়েন্দারা অনেক তথ্যই পেয়েছে। এই ৩ জনসহ আরো কয়েকজন শিক্ষকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার। গত রোববার সকাল ১০টায় নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটি ও মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল ঢাকা মহানগরী কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি মওলানা সাফায়েত উল্লাহ জালালীর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শরিয়া কাউন্সিলের সদস্য মওলানা জাকারিয়া, মওলানা একায়েদ উল্লাহ, মওলানা কেরামত আলী, মওলানা আব্দুল জব্বার ফতেহপুরী, মুফতি সালেহ আহম্মদ ও মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিলের সভাপতি মওলানা মুফতি কুদরতে এলাহী প্রমুখ।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন (মুনতাসীর মামুন) ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুল মোকাদ্দেসকে (এম. এম. আকাশ) কুফরিবাদ ও আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচারণার অভিযোগ এনে তাদের মুরতাদ ঘোষণা করা হয়। সভায় বলা হয়, তাদের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কুসন্তান গড়ে উঠছে। কয়েকটি নাস্তিক পত্রিকা তা প্রচার করছে। যার ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, হত্যা, ঘুষ, দুর্নীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেপর্দা মেয়েদেরকে ছেলেদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার কারণে ঈমানদারদের ঈমান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। সমাজের অবক্ষয় ও ইসলামি মূল্যবোধ ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

ইসলামি মূল্যবোধের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে জরুরি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে ও শিক্ষককে মুরতাদ ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। উক্ত ও শিক্ষক যদি ও মাসের মধ্যে আল্লাহর কাছে তওবা করে মসজিদে গিয়ে জামাতে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে অর্থসহ কুরআন ও হাদিস পড়ে এবং সমাজ গড়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে ঘোষণা দেয় তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে বলে ঐ সভায় সিদ্ধান্ত হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, মুসলমানদের ট্যাক্সের পয়সায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক হয়েও ছাত্রছাত্রীদের কুরআনের বিধানবিরোধী মতবাদ পড়ানো, ছাত্রছাত্রীদের নামাজ পড়ার নির্দেশ না দেওয়া, নিজেরা জামাতের সঙ্গে নামাজ না পড়া, দেশে-বিদেশে প্রপাগান্ডা ও অপবাদ চালানো। এইসব কারণে ইসলামের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে পবিত্র কুরআনের সূরায় তাওবার ৬ নং আয়াতের আদেশ অনুযায়ী হজের মাস ব্যতীত মুরতাদদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে হত্যা করা হবে বলে রোববারের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই ও শিক্ষককে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তাদেরকে দীনের পথে আসার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, অন্যথায় জল্লাদদের সুবিধামতো সূরায় তাওবার ১১১ নং আয়াতের মর্মে জান্নাত প্রত্যাশী মুমিনগণ ও জন মুসলিম বুদ্ধিজীবীকে যথাসময়ে হত্যা করে কুশিক্ষার পরিবর্তে সুশিক্ষা প্রতিষ্ঠায় দৃষ্টান্তমূলক পথ সুগম করবে। মৌলবাদীদের এই 'চরমপত্রের' কপি ও জন শিক্ষক ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ইমাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সকল সংবাদপত্র অফিসে পাঠানো হয়েছে। এদিকে গতকাল সোমবার বিকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় স্পেশাল ব্রাঞ্চার ডিআইজি শামসুল ইসলাম জানান, ও শিক্ষককে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণাকারীদের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য মিলেছে। তাদেরকে খোঁজা হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং সাধারণ সম্পাদক ড. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান এক বিবৃতিতে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন স্নানামধ্য অধ্যাপক ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন, ড. হুমায়ুন আজাদ ও ড. মাহবুবুল মোকাদ্দেস (আকাশ)কে কতিপয় মৌলবাদী সংগঠনের প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে ফতোয়া দেওয়ার ঘটনায় আমরা গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ, উদ্ভিগ্ন ও শঙ্কিত। আমরা এ ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন ও প্রতিবাদ করছি।

সারা দেশে প্রগতিশীল, মুক্তচিন্তার শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রমুখের ওপর যে নৃশংস আক্রমণ, হত্যাকাণ্ড ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের কার্যাবলী সংঘটিত হচ্ছে এটা তারই ধারাবাহিক পরিকল্পিত পদক্ষেপ। উপর্যুপরি এরূপ জীবননাশের হুমকির মুখে শিক্ষকদের পক্ষে পেশাগত দায়িত্ব পালন তথা পাঠদান, গবেষণা ও মুক্ত বুদ্ধিচর্চা চরমভাবে বিপর্যস্ত হবে বলে আমাদের আশঙ্কা। দেশে সংঘটিত একের পর এক জঘন্য ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার না হওয়ার ফলেই এ সর্বের পুনরাবৃত্তি ঘটছে বলে আমরা মনে করি।

আমরা এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি।

হুমায়ুন আজাদ ও মুনতাসীর মামুনের প্রতিক্রিয়া : মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া প্রমাণ করে এই দেশ বসবাসের অযোগ্য

প্রগতিশীল, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং জাতির বিবেকদের মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া দেওয়ার ঘটনা প্রমাণ

করে এই দেশ বসবাসের অযোগ্য। এ ধরনের ফতোয়া প্রমাণ করে এখানে কার্যকর কোনো সরকার নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রধান শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ এবং অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ভোরের কাগজকে এ কথা বলেছেন। মৌলবাদী সংগঠন নাস্তিক-মুরতাদ প্রতিরোধ কমিটি সম্প্রতি ওই দুই শিক্ষক এবং অর্থনীতিবিদ প্রফেসর এম এম আকাশের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, মাত্র কিছুদিন আগে লেখক হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা করা হয়েছিল। তিনি এখনো পুরোপরি সুস্থ হননি। এর মধ্যে মৌলবাদীদের তাকেসহ তিনজন শিক্ষককে হত্যার হুমকি জাতিকে হতবাক করেছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে এখনই একত্রিত হয়ে এই নরপশুদের প্রতিরোধের আহ্বান জানান।

মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়ার ব্যাপারে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বলেন, এই ফতোয়া প্রমাণ করে বাংলাদেশ আর বসবাসের যোগ্য নয়। এখানে হিংস্র মৌলবাদীরা অবাধে ফতোয়া দিচ্ছে এবং খুন করার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করছে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই মৌলবাদীদের নিষ্ক্রিয় করা। রাষ্ট্র এই ফতোয়াদানকারীদের প্রতিহত না করলে বাংলাদেশ আল-কায়েদা নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র বলে প্রমাণিত হবে। তিনি বলেন, আমি তো নিহত হয়েছিলাম। এর মধ্যে এই ফতোয়া কতোটা মর্মান্তিক তা বলার মতো নয়। এটি দেশের ভাবমূর্তি শূন্যের কোঠায়ও রাখবে না। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বলেন, জীবন বিপন্ন দেখলে বাঁচার জন্য কোনো প্রবাস বেছে নিতে হবে। এই বয়সে বিদেশে গিয়ে আর উপার্জন করে অনু সংস্থানের অবস্থা নেই। দেশে ভালোভাবে এবং দীর্ঘকাল জীবিত থাকতে চাই।

প্রফেসর মুনতাসীর মামুন বলেন, এখানে কার্যকর সরকার থাকলে কেউ কাউকে হুমকি দিতো না। ধর্মের

কথা বলে এই সব ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে। মৌলবাদীরা কুরআন থেকে আংশিক উদ্ধৃতি জনগণের সামনে উপস্থাপন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম। ইসলাম কাউকে ক্ষমতা দেয়নি যে, কেউ অন্য কাউকে মুরতাদ বলবে। এটা আল্লাহর হাতে। তিনি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে দেশে খুন-সন্ত্রাস লেগেই আছে। কিছুদিন আগেই হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। একটি কার্যকর সরকার থাকলে এটা কীভাবে হতে পারে?

এ ব্যাপারে মন্তব্য নেওয়ার জন্য গতকাল প্রফেসর এম এম আকাশকে পাওয়া যায়নি। মিসেস আকাশ এ ব্যাপারে ভোরের কাগজকে বলেন, বিষয়টি উদ্বেগের। এ ব্যাপারে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এবং বের করতে হবে যে, কারা এসব করছে।

জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু বলেন, এই সরকার প্রত্যক্ষভাবে তালেবানদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। যতোদিন এই সরকার ক্ষমতায় থাকবে ততোদিন এ ধরনের হুমকি-ধামকি চলতেই থাকবে। আসলে এই সরকার প্রগতিশীলদের নিরাপত্তা দেবে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিদের একত্রিত হয়ে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং মৌলবাদীদের প্রতিরোধ করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, এগুলো আগেও হয়েছে। একটি অপশক্তি এসব অপতৎপরতা চালাচ্ছে। আসলে খুলনায় সাংবাদিক হত্যাসহ এসব হুমকি-ধামকি সব একই সূত্রে গাঁথা। তিনি বলেন, সমাজটাকে বদলাতে হবে। লুটেরাদের প্রতিরোধ করে মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত কাজ সম্পাদন করতে হবে।